Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen, Ex. M. L. C.

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন আবিষ্কৃত

সোণামুখী

কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 15th Dec. 1948 | ২১শ সংখ্যা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক

পরিদর্শিত ও প্রশংসিত

ক্রমবর্দ্ধনশীল

নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোং

লিমিটেড

(১৯৩১ সালে স্থাপিত)

বর্ত্তমানে সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত হইলেও এই কোম্পানীর হার বর্দ্ধিত হয় নাই। কোম্পানীর 'ব্যালান্স সিট' ইহার পরিচয় প্রদান করিবে।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল এবং উপযুক্ত একচুয়ারী নিয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্বের দৃঢ়তা ও বীমাকারীদের সুবিধা প্রকাশ করিতেছে।

হেড অফিস : ৮০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার চীফ এজেণ্ট :—

এস, ঘোষাল এণ্ড কোংর নিকট

অনুসন্ধান করুন।

১৯০৭--১৯৪৭

'স্বদেশী যুগে'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী 'হিন্দুস্থান'-এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে 'হিন্দুস্থান' পূর্ব্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্ব্বান্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অন্যতম সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের সোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২	কোটি	৩১	লক্ষ	টাকার উপর
মোট চল্‌তি বীমা	...	৫৫	,,	৬৩	,,	,, ,,
প্রিমিয়ামের আয়	...	২	,,	৬১	,,	,, ,,
বীমা তহবিল	...	১০	,,	৬৩	,,	,, ,,
মোট সংস্থান	...	১১	,,	৬৪	,,	,, ,,
দাবী শোধ [১৯৪৭]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা				

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্ব্বের বিষয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

Both side

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

স্বাধীন ভারতে
জাতীয় মহাসভা "কংগ্রেসের" প্রথম অধিবেশন

—:০:—

পরাধীন ভারতের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইতে গণনা করিলে জয়পুরের এই মহা-অধিবেশন পঞ্চ-পঞ্চাশত্তম (৫৫তম) পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও স্বাধীনতা লাভের পর ইহাই প্রথম অধিবেশন।

এই অধিবেশনে যিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে তিনিই ভারত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপতি হইলেন। ইহার নাম ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া। নূতন দিল্লীর ১৯নং ক্যানিং লেন স্থিত একটী বাংলোতে তিনি সপরিবারে বাস করেন। ডাঃ সীতারামিয়া ঘরে বাইরে সর্ব্বদা সাদাসিধেভাবে চলিতে অভ্যস্ত। তিনি নিজেই তাঁহার টাইপিষ্ট, কেরাণী এবং পিওন। তিনি তাঁহার দর্শনার্থিগণকে নিজেই অভ্যর্থনা করেন, নিজেই টেলিফোন ধরেন। সমস্ত দিন ধরিয়া সমগ্র দেশ হইতে আগত রিপোর্ট ইত্যাদি পাঠ, তাহার উত্তর প্রদান করেন। প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে চাপানের নিমন্ত্রণে ও সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকিতে হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার পুত্রের মারফতে তাঁহার দৈনিক শেষ চিঠিপত্র ডাক-ঘরে পাঠাইয়া দিয়া পাঁচ কিম্বা ছয় ঘণ্টার মত নিদ্রা উপভোগ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাজাম্মা রোগশীর্ণা হইলেও কাহারও ভারস্বরূপা না হইয়া নিজেই নিজের সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলের নিত্য আহার দুবেলা ভাত ও নিরামিষ শাকসব্জী দধি ও চাটনী।

এই সমস্ত গুণেই মহাত্মাজী তাঁহাকে প্রিয়তম কর্ম্মী বলিয়া স্নেহ করিতেন। এই সভাপতি নির্ব্বাচন প্রতি-যোগিতায় সুভাষচন্দ্রের নিকট তাঁহার পরাজয়ে মহাত্মাজী খুব মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। লোকে চিরদিন বলিয়া থাকে—ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। ডাঃ সীতা-রামিয়াকে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে হইবে—ইহাই ছিল বিধির বিধান।

আজ ভারত তাহার হৃত স্বাধীনতা জয় করিয়া জয়পুরে স্বাধীন কংগ্রেসের রাজসূয় আয়োজনে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে যে আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। নির্ব্বাচনের পর ইঁহার শ্রীমুখ হইতে মাত্র একটী বাণী ইংরাজ শাসনের নিষ্ঠুর খড়্গে খণ্ডিতাঙ্গ বর্ত্তমানে র‍্যাডক্লিপের শেষ দংশনে অবশিষ্টা-ঙ্গের অধিকাঙ্গে বঞ্চিতা—বাংলার হতাশ হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার করিয়াছে। যখন উড়িষ্যার সেরাইকেলা বিহারের অঙ্গ বর্দ্ধন করিল, তখনই বাংলা তার কর্ত্তিত অঙ্গ পুনঃ প্রাপ্তির আবেদন করিয়া প্রাদেশিকতা দোষে অপরাধী বলিয়া তিরস্কৃত হইল। সহৃদয় রাষ্ট্রপতি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বাংলার ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গমাতা—স্বাধীনতা—কংগ্রেস

স্বাধীনতার বীজ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গমাতার সুসন্তান। তিনি যখন বিজেতা শাসক ও শোষক ইংরাজের বৃত্তি লইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, তাহাদের অধীন, তখনই তাঁহার স্বাধীন মন এই মন্ত্র সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। স্বদেশী যুগে ছেলেরা কোনও ইংরাজকে দেখিলেই গান গাইত—

ফিরিঙ্গী আর কি দেখাস্ ভয়!
দেহ তোদের অধীন বটে
মন তো তোদের নয়!
হাত বাঁধবি, পা বাঁধবি
না হয় ধরে' জেলে দিবি,
মনের দুয়ার বন্ধ করার
কি আছে উপায়?

ঋষি বঙ্কিম বৃত্তিভোগী হইয়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মে কখনও অবহেলা করেন নাই। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁহার মুক্ত আত্মা যে মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা আজ ভারতের মৃত সঞ্জীবনী। লোকহিতকর সর্ব্ব কর্ম্মের প্রারম্ভে "বন্দেমাতরম্" স্তোত্র গীত হয়। অহিংস সমরের সৈনিক দৃঢ় মুষ্টিতে জাতীয় পতাকা হস্তে আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্ফীতবক্ষে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া বলে—

"যায় যাক জীবন চলে,
বাংলার বুকে মরবো সুখে
"বন্দেমাতরম্" বলে।"

জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে—তাহাতে সভাপতিত্ব করেন বাংলার কৃতী সন্তান ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি)

অগ্নিযুগেও স্বহস্তে আত্ম বলিদান দেন প্রফুল্ল চাকী (দীনেশ), ক্ষুদিরাম বসু। ইহারাও বাংলা মায়ের আপন-ভোলা ছেলে।

বাংলা মায়ের বৃদ্ধা তনয়া মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় পতাকা হস্তে দশ মহাবিদ্যার দেবী মাতঙ্গীর মত বল-দৃপ্ত ইংরেজের বন্দুকের গুলি বক্ষে বিদ্ধ হইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন তবুও জাতীয় পতাকা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়াছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য বঙ্গমাতা তাঁহার নিজের পূর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিয়া অঙ্গহীনা হইতে একটুও দ্বিধা করেন নাই।

আজ পূর্ব্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ ভিটেহারা সন্তান প্রকৃতির নীলচন্দ্রাতপের তলে মায়ের পাশ্চমাঙ্গে—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বাক্যের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়া পূর্ণ স্বাধানতা ভোগ করিতেছে।

আমরা যখন জোর গলায় বলি কংগ্রেসের অহিংস নীতি স্বাধীনতা আনিয়াছে, তখনই পাপ মন চুপি চুপি বলে—অর্জ্জুন যখন কর্ণ বধ করিয়া একটু স্পর্দ্ধার ভাব

দেখাইতেছিলেন, তখনই—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সখে, তুমি একাকী কর্ণ বধ কর নাই,—

"ত্বয়া ময়া চ কুন্ত্যা চ ধরণ্যা বাসবেন তু।
জামদগ্নেয় রামেন ষট্‌ভিঃ কর্ণো নিপাতিতঃ॥

তুমি, আমি, তোমার মাতা কুন্তী, ধরণী, ইন্দ্র এবং পরশুরাম এই ছয় জনের কার্য্য দ্বারা কর্ণ নিপাতিত হয়েছে।

ভারত হইতে ইংরেজ ভাগান-র কথা বল্‌তে গেলে মনে মনে স্বীকার করতে হয় জার্ম্মাণীর হিটলার, ইটালীর মুসোলিনী, জাপানের যুদ্ধাপরাধীরা, বাংলার সুসন্তান যার নামের প্রথমে 'সু' এবং শেষে 'সু'; আদ্যন্ত 'সু' অর্থাৎ উত্তম দিয়ে ঘেরা সেই সুভাষচন্দ্র বসুর কৃতিত্ব বড় কম ছিল না।

তবে এ কথা মানিতেই হইবে—ছুতোর প্রতিমার কাঠামো তৈরী করে, কুম্ভকার মূর্ত্তি গড়ায়, পটুয়া রং বর্ণ দিয়া চিত্রিত করে, নৈবেদ্যাদি ভোগের জিনিষ চাষা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করে, তবুও এদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। যজমান যাঁহাদিগকে বরণ করিয়া দেন, সেই পূজক ও তন্ত্রধারক এবং তাঁহাদের সমশ্রেণীর বিপ্রগণ দেবীকে স্পর্শ করিবার, প্রসাদ বণ্টন করিবার অধিকারী। ইংরেজ যখন যাইবার সময় ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হস্তে ভারত সাম্রাজ্য অর্পণ করিয়া গিয়াছে, তখন কংগ্রেসই ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী, আচার্য্য যুগলকিশোর, সর্দ্দার প্যাটেল প্রমুখ উচ্চ নেতৃত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় পর্য্যন্ত সকলেই দেহাতী কংগ্রেস কর্ত্তাদের অপকর্ম্মের, পরস্পর মতান্তরের ও পথান্তরের কথা ছাপার অক্ষরে রাষ্ট্র করিয়াছেন। কংগ্রেসের একাঙ্গ যখন ডাইনে চলে তখনই অপর অঙ্গ বাঁয়ে চল্‌তে চায়। বর্দ্ধমানের কৃষক সভাকে, কংগ্রেসের এক নেতৃত্ব কমিউনিষ্ট এর সভা বলিতেও দ্বিধা করেন নি। ভূতপূর্ব্ব সরবরাহ মন্ত্রী ও বর্ত্তমান সরবরাহ মন্ত্রীর কথা তুলনা করিলেই দুই অঙ্গের পৃথক মত এক সভায় ব্যক্ত হয়েছিল।

দেহাতী কংগ্রেসে 'পারমিট্' রূপ 'সুইট্‌মিট্' এর আস্বাদনের অধিকার অনেক সময় মতান্তর ও পথান্তরের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। অনুরূপ অন্যান্য কর্ত্তৃত্ব দখলও বিবাদের কারণ বলিয়া মনে হয়।

ইংরেজ আমলে গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকা, পাহারাওয়ালাকে জমাদার সাহেব বলে খোসামোদ করা, ঠিক বাহাল আছে; উপরন্তু জেলা কংগ্রেস, মহকুমা কংগ্রেস, টাউন কংগ্রেস, ইউনিয়ন কংগ্রেস কত কংগ্রেসের কর্ম্মীর মন যোগাতে হচ্ছে স্বাধীন ভারতের জনসাধারণকে! বহুদিনের পরাধীন জাতি আজ নামে স্বাধীন হইয়া কি অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা ভারতের নব রাষ্ট্রপতি একবার পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেশ মনে প্রাণে মহাত্মাজীর প্রিয় সঙ্গীত "পতিত পাবন সীতারাম" গাহিয়া রাষ্ট্রপতি "সীতারামিয়ার" নামোচ্চারণ করিয়া ধন্য হইবে।

বহরমপুরে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী

আগামী ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর খাগড়া বয়েজ স্কুল প্রাঙ্গণে পশ্চিম বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন।

২৫শে ডিসেম্বর বেলা ৩টা—প্রকাশ্য অধিবেশন।
রাত্রি ১০টা—বিষয় নির্ব্বাচনী সভা
২৬শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা—বিষয় নির্ব্বাচনী সভা
বেলা ৩টা—শোভাযাত্রা।
বেলা ৫টা—প্রকাশ্য অধিবেশন।
সন্ধ্যা ৭টা—দেশ বিদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা
বক্তা (অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি)
রাত্রি ১০টা—আলোক চিত্র ও কবি গান।

আগে খোশামোদ পরে খোশ-আমোদ

ধরে' বেঁধে মুখে দিবে,
কোঁৎ করাবে কে?

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পেতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,

এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ

গাব্দিন, পোঃ সুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

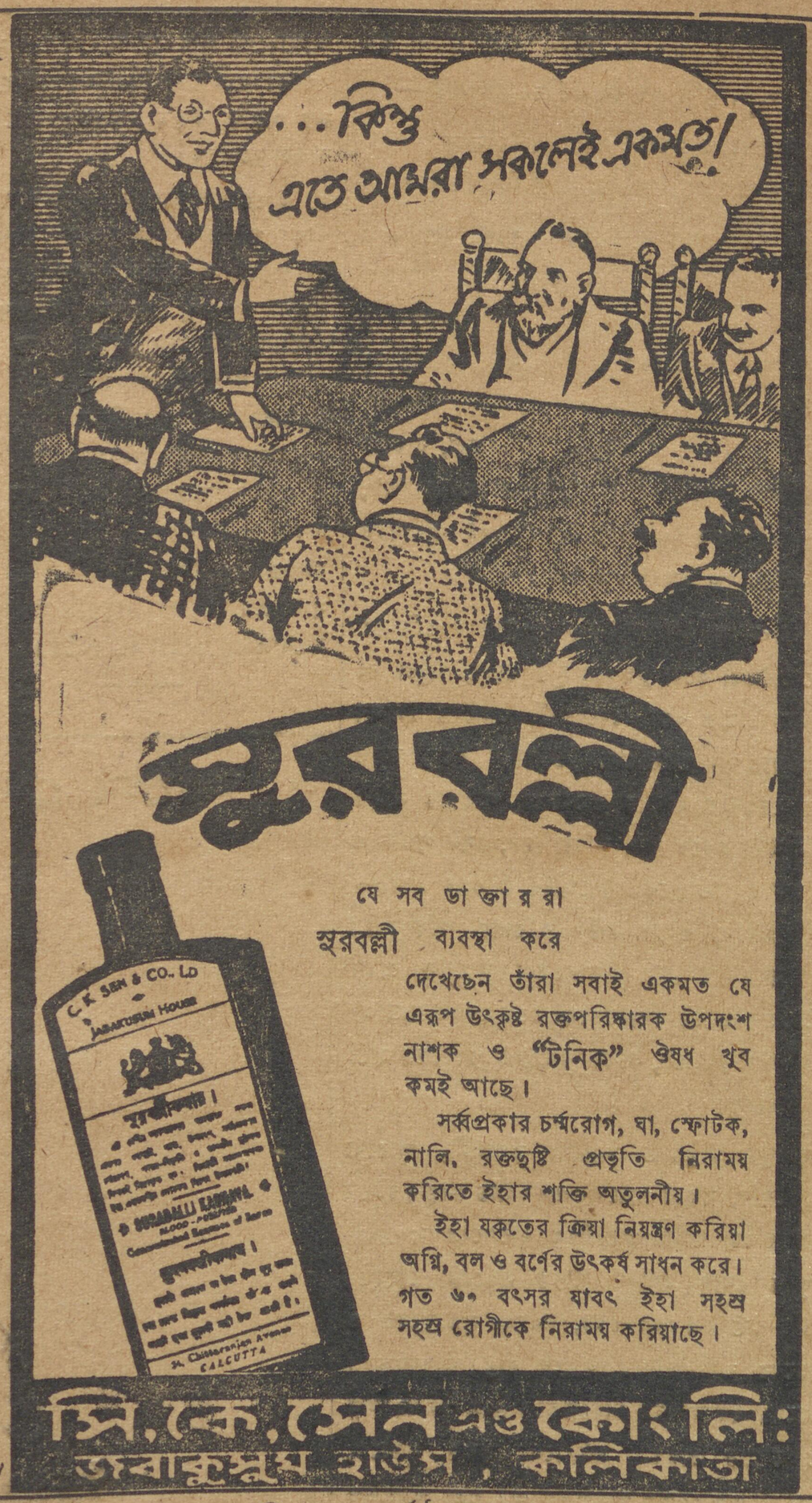

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ